

তারিখ:05/12/2012

### তিরুবনন্তপুরমের বিদ্যালয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কুইজ-এর জাতীয় ফাইনাল বিজেতা

তিরুবনন্তপুরমের চিন্ময় বিদ্যালয় এইচএসএস-এর শ্রীমান সূর্য গিরিশ এবং শ্রীমান সিদ্ধার্থ এম. জয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা আয়োজিত অখিল ভারতীয় আন্তঃবিদ্যালয় কুইজ অর্থাৎ আরবিআইকিউ বিজেতা হয়েছেন। গৌহাটির মহাশ্মশি বিদ্যামন্দির পাব্লিক স্কুল থেকে শ্রীমান তন্ময় কাকতি এবং শ্রীমান শ্রেয়স সরকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কুইজ ফাইনাল আজ ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতায় আয়োজিত হয়।

আরবিআইকিউ আর্থিক বিষয়ে সচেতনতা প্রসারের জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরও একটি প্রয়াস, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে, যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেরাই আর্থিকভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক হতে পারে, তাদের থেকে অধিকতর বয়সীদের সঞ্চয় এবং ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে প্রভাবিত করতে পারে।

বিজেতাদের পুরস্কার দিতে গিয়ে ড. ডি.সুব্বারাও, গভর্নর, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেন যে তিনি ব্যাঙ্কিং, আর্থিক বিষয়ে এবং ভারত সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে অংশগ্রহণকারীরা যে তথ্য এবং জ্ঞানের বিস্ময়কর বিস্তার প্রদর্শন করেছেন তাতে অভিভূত হয়েছেন। গভর্নর আরও বলেন যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কুইজ (আরবিআইকিউ), জয়পুর থেকে বিশাখাপতনম, ইমফল থেকে বদোদরা, কোচি থেকে দেবাদুন এবং জম্মু থেকে পাটনা - সারা দেশ ব্যাপী যে উত্তেজনা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেছে তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর এবং নির্বাহী অধিকর্তাগণ এবং কতিপয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহীকগণ এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বছর আরবিআইকিউ শুরু করেছে নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য। সারা দেশব্যাপী এবং সমস্ত বোর্ডের অধীনস্থ বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে। আরবিআইকিউ তিন মাস ধরে সারা দেশের 32টি কেন্দ্রে আয়োজিত হয়েছিল। 3000—এর বেশি বিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যার মধ্যে 1600—এর বেশি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। রাজ্যগুলির রাজধানীতে আঞ্চলিক ফাইনাল আয়োজিত হওয়ার পরে, সেমি ফাইনাল এবং ফাইনাল তিন দিন ধরে কলকাতায় আয়োজিত হয়েছিল। শ্রী ব্যারি ও'ব্র্যায়েন, বিখ্যাত কুইজমাস্টার আরবিআইকিউ সঞ্চালন করেন। আরবিআইকিউ-এর সেমি ফাইনাল এবং ফাইনাল রাউন্ড দূরদর্শনে জি বিজনেসে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১২ এবং জানুয়ারি ১৫, ২০১৩-এর মধ্যে দেখানো হবে।

অজিত প্রসাদ  
সহকারী মহা প্রবন্ধক

প্রস বিজ্ঞপ্তি: 2012-2013/944